তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে বাধা প্রদান প্রসঙ্গে

কুরআন প্রেমিক দেশবাসীর প্রতি আমার

খোলা চিঠি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যারা কুফরীর পন্থা অবলম্বন করেছে তারা (একে অপরকে) বলে, এ কুরআন তোমরা কিছুতেই শুনবে না, যখন তা শোনানো হয় তখন গন্ডগোল করবে। হয়ত: (এ কৌশল দ্বারা) তোমরা জয়ী হতে পারবে।' (সূরা হা-মীম আস সাজদা-২৬)

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে মহাজোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করেছিলো তারা ক্ষমতায় যেতে পারলে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাশ করবে না। কিন্তু জাতির ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, মহাজোট ২০০৯- এর জানুয়ারীতে ক্ষমতা গ্রহণ করেই ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী সংগঠন, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী আইন, ইসলামী সংস্কৃতি ও কুরআন প্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করলো।

সমগ্র দেশবাসী জানেন, বিগত চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় ব্যাপী আমি নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী প্রচারের মহৎ লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পবিত্র কুরাআনের তাফসীর মাহফিল করে আসছি। এরই কল্যাণে অসংখ্য পথহারা মানুষ পেয়েছে সুপথের সন্ধান, চারিত্রিকভাবে অন্ধকার জগতে তলিয়ে থাকা অসংখ্য যুবক-যুবতী হতাশার অতল গহ্বরে নিপতিত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছে আলোর পথ। এরই ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকলো নতুন প্রজন্মের অপ্রতিরোধ্য ইসলামী কাফেলা। অতি সহজ পন্থায় ইসলাম প্রচারের বিজ্ঞান সম্মত এমন হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি ইসলাম বিদ্বেষীদের কছে পছন্দ হওয়ার কথা নয়। কারণ মানুষ ধার্মিক হোক, চরিত্রবান হোক, সততা-স্বচ্ছতাপূর্ণ জীবনাচরণে অভ্যস্থ হোক এটা তাদের কাম্য নয়। ধর্মবিদ্বেষীদের মূল লক্ষ্য জীবন যৌবনকে পুরো মাত্রায় কানায় কানায় ভোগ করা। তাদের কবির ভাষায় :-

এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও কাল নিশীথের ভরসা কই,
চাঁদনী জাগিবে যুগ যুগ ধরি আমরা তো আর রবো না সই।

সুতরাং এর বিপরীতে তাফসীর মাহফিলে সকল শ্রেণী ও পেশার অসংখ্য মানুষের লক্ষণীয় জনস্রোত ধর্ম বিদ্বেষী বামদের হতবিহ্বল ও অতিমাত্রায় অস্থির করে তোলে। এ মাহফিল বন্ধ করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় অতীতে তারা বিভিন্ন সময় সরকারী মদদে আমার মাহফিল বন্ধ করার জন্য অসংখ্য বার হরতাল ও ১৪৪ ধারা জারির ব্যবস্থা করেছে,

কিন্তু তারা তখন কোথায়ও সফল হতে পারেনি, ধর্মপ্রাণ জনগণ তাদেরকে সর্বত্র প্রতিহত করেছে। এবার সেই ধর্ম বিদ্বেষী বামরাই বর্তমান সরকারের শক্তিশালী পার্টনার, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায়ও তাদের অবস্থান লক্ষনীয়।

বর্তমান সরকারের আমলে আমি বিগত ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সিলেট, পাবনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জে ৮ টি তাফসীর মাহফিলে অংশগ্রহণ করি। প্রত্যেকটি মাহফিলে ছিলো সে জেলার ঐতিহাসিকভাবে রেকর্ড পরিমান উপস্থিতি। প্রত্যেকটি মাহফিলে আমার আলোচনার বিষয় ছিলো, কুরআন- সুন্নাহ ভিত্তিক চরিত্র গঠনমূলক ও জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আবেদন ধর্মী।

মাহফিলসমূহে মাঠ-ঘাট উপচে পড়া সকল বয়সের নারী-পুরুষের প্রচণ্ড ভীড় দেখে ইসলাম বিদ্বেষীদের পুরনো গাত্রদাহে নতুন করে উত্তাপ সৃষ্টি হলো। এরপর থেকে তারা সরকারী মদদে আমার ঐ বছরের পূর্বনির্ধারিত অবশিষ্ট মাহফিলগুলো ১৪৪ ধারা জারি ও পেশী শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়। যেসব স্থানে তাফসীর মাহফিল বন্ধ করে দেয়া হয়, সে গুলোর তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

০৯ ও ১০ই মার্চ ২০০৯ বরিশাল শহর। ১১ মার্চ ২০০৯ উজিরপুর থানা- বরিশাল। ১২ ও ১৩ মার্চ ২০০৯ পিরোজপুর। ১৪ মার্চ ২০০৯ শার্শা- যশোহর। ১৫ মার্চ ২০০৯ কলারোয়া- সাতক্ষীরা। ৩০ ও ৩১শে মার্চ থেকে ১, ২ ও ৩ রা এপ্রিল ২০০৯ পাঁচদিন- চট্রগ্রাম। ১৭ই এপ্রিল ২০০৯ বড়ুরা, কুমিল্লা। ৭ই মে ২০০৯ নোয়াখালী। ৮ ও ৯ই মে ২০০৯ কক্সবাজার। ২০শে জুন ২০০৯- ঝালকাঠী।

এবং সেই থেকে অদ্যবধি আমাকে দেশের কোথায়ও মাহফিল করতে দেয়া হচ্ছেনা এমনিক বিদেশেও যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে। অন্য দিকে দেশে বর্তমানে এক ধরনের অঘোষিত জরুরী অবস্থার মতো ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করার কারণে কুরআন প্রেমিক জনগণ অতীতের মতো প্রতিবাদ মুখর হয়ে মাঠেও নামতে পারছে না। এ ধরণের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের মহান লক্ষ্যে এবং আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের কল্যাণের স্বার্থে আজ আপনাদের খেদমতে কিছু জরুরী কথা পেশ করা কর্তব্য মনে করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কুরআন ও হাদীসের যেটুকু জ্ঞান দান করেছেন তার ফলে আমার অন্তরে এ প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার বিধানই এ পৃথিবীতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির একমাত্র উপায়। এ দৃঢ় বিশ্বাসই আমাকে পবিত্র কুরআনের আলো মানুষের ঘরে ঘরে পৌছানোর জন্য দেশ-বিদেশে ছুটে বেড়াতে বাধ্য করেছে।

তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের মাধ্যমে বিশ্বনবী (সাঃ) এর বিপ্লবী দাওয়াতকে মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে পৌছানোর জন্য মহান আল্লাহ্ একান্ত অনুগ্রহ করে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর অগণিত বান্দাহকে আমার মাহফিলে উপস্থিত হতে দেখে আমার মনে এ আশারই সঞ্চার হয়েছে যে, কুরআনের বিধান ইনশাআল্লাহ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। এদেশের মানুষের মধ্যে আমি ঈমানের যে বহ্নি শিখা দেখেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রাণ ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

এ ক্ষেত্রে পরিতাপের বিষয় যে, জ্ঞানপাপী ইসলাম বিদ্বেষীরা যদি কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতেন তাহলে তারা কুরআন প্রচারের বিরোধিতা না করে কুআনের সৌভাগ্যবান কর্মী হতে পারতেন। কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণা তাদের সে রাস্তায় বেরিকেড সৃষ্টি করে রেখেছে।

আমার কুরআন অধ্যয়ন

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে পবিত্র কুরআনের প্রাচীন ও আধুনিক বহু সংখ্যক তাফসীর অধ্যয়ন করার তাওফীক দান করেছেন- আলহামদু লিল্লাহ্। মহান মালিকের এ পবিত্র কালাম জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এ পবিত্র কালামের তাফসীর শেষ করা যাবে না। তাই অতীতে যুগের চাহিদার আলোকে যেমন অনেক তাফসীর রচিত হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত অবধি হতে থাকবে। আর কুরআনের মু'জিজাই হচ্ছে কুরআন সকল যুগের প্রতিনিধিত্ব করে সঠিক দিশারীর ভূমিকায়।

মহান আল্লাহর সম্মানিত রাসূল (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পর যতগুলো তাফসীর রচিত হয়েছে, তাতে মানব জীবনের সকল ব্যাপারেই বাস্তবে কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নবী করীম (সাঃ) এর পরে প্রায় ১২০০ বছর কোনো না কোনো অবস্থায় কুরআনের বিধান বহু দেশেই চালু ছিলো।

কিন্তু কুরআনের শিক্ষার প্রতি অবহেলার ফলেই ২০০ বছর পূর্ব থেকেই মুসলিম মিল্লাতের ওপর অমুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৪০০ বছর পূর্বে যে কুরআন অসভ্য আরব জাতির হাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব তুলে দিয়েছিলো সে কুরআন পুনরায় কিভাবে মুসলিম মিল্লাতের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে সে অনুভূতি নিয়ে গত ২০০ বছরে যে সকল তাফসীর রচিত হয়েছে তাতে মুসলমানদের পতন যুগের দাবী পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

বিগত শতাব্দী থেকে চলতি শতাব্দীর এ সময় পর্যন্ত সর্বশেষ যে কয়টি তাফসীর রচিত হয়েছে তার মধ্যে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) এর

তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন" বিশেষভাবে কুরআনকে ইসলামী বিপ্লবের পথপ্রদর্শক এক জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমি বর্তমান যুগে রচিত অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে বহু মূল্যবান ব্যাখ্যা ও শিক্ষা পেয়েছি, কিন্তু ইসলামী শিক্ষাবিহীন একটি অনৈসলামিক সমাজে কিভাবে আল্লাহর বিধান বিজয়ীর আসনে আসীন হতে পারে সে দৃষ্টিভঙ্গিতে নবী করীম (সাঃ) এর সংগ্রামী জীবনের পথপ্রদর্শক কিতাব হিসেবে পবিত্র কুরআনের চমৎকার ব্যাখ্যা তাফহীমুল কুরআনে পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি।

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের ধারায় পবিত্র কুরআনের চেতনা অনুযায়ী আমি যে ব্যাখ্যা আমার বক্তৃতা ও লেখনীতে প্রচার করছি, তাতে বর্তমান যুগের মুসলিম মিল্লাত তাদের প্রাণের খোরাক পাচ্ছে বলে আমি মহান মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে বিনয়াবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মাহফিলসমূহে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ সকল শ্রেণী-পেশার অগণিত মানুষের যে সমাবেশ ঘটে এবং সারা দুনিয়ার দিগ-দিগন্তে অবস্থানরত বাংলাভাষী মানুষের কাছে মাহফিলের ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রকৃত কৃতিত্ব আল্লাহ্ তা'য়ালার বিজ্ঞানময় পবিত্র কুরআনের, অবশ্যই আমি ব্যক্তি সাঈদীর নয়।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারাই তাফহীমুল কুরআন ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তারা আমারাই মতো উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। যারা এখন পর্যন্ত অধ্যয়ন করেননি, আমি তাদের প্রতি আকুল আবেদন করছি, আপনারা কুরআনের বিপ্লবী দাওয়াতের এ পতাকাকে অবহেলা করবেন না। বিশেষ করে মিডিয়ায় ও ময়দানে যারা তাফসীর করেন, তারা অন্যান্য তাফসীরে পাশাপাশি তাফহীমুল কুরআনও যদি অধ্যয়ন করেন, তাহলে মানুষের হৃদয়ে নবী করীম (সাঃ) প্রদর্শিত ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্র গঠনে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

আমি কেনো সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করলাম

আমি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী তাফসীর মাহফিল ও লেখনীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার দায়িত্ব পালন করে আসছি। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ অনুযায়ী কুরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব অনেকেই পালন করছেন দেখে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম এবং সেই কুরআন ভিত্তিক একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ইসলামী দল ময়দানে সক্রিয় থাকায় আমি খুবই উৎসাহ বোধ করতাম।

কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সাথে আমি লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনগণকে যোগ্য নেতৃত্ব দেবার সঠিক লোক যারা গঠন করছেন, তাদের অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তা দেখে কুরআন বিরোধিরা বিচলিত হয়ে পড়েছে। এ দেশকে যারা ইসলামের প্রভাবমুক্ত করতে এবং মানুষের মনগড়া আদর্শে পরিচালিত করতে চায়,

তারা অস্থির চিত্তে মারমুখী হয়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রই শুধু করছেন না, বিভিন্নভাবে হামলা- মামলা চালিয়ে বহু তরুণ সম্ভাবনামায় মেধাবী ছাত্র নেতাসহ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করাসহ চিরতরে পঙ্গুও করে দিয়েছে। অনেকের ছাত্র জীবন বিনষ্ট করেছে, অনেকেরই বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করাসহ আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ সন্ত্রাসী অভিযান দেখে আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলাম। মুসলিম নামের ছদ্মবেশী ইসলামের দুশমনদের সংখ্যা এদেশে হাতে গোণা কয়েকজন মাত্র, কিন্তু তারা বিভিন্ন পরাশক্তির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে লালিত, সংঘবদ্ধ ও সক্রিয়।

পক্ষান্তরে দেশের সর্বত্র তাফসীর মাহ্‌ফিলে অগণিত মানুষ কুরআন প্রদর্শিত সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো আন্তরিক সমর্থন জানানো সত্ত্বেও ইসলাম প্রিয় এ অগণিত জনতার বিশাল এই শক্তি প্রকৃত অর্থে সংগঠিত নয়। জনগণের এই সমর্থনকে সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত করা ছাড়া ইসলাম বিরোধিদের মোকাবেলা করা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং এটাই আমার উপলব্ধি।

এ অবস্থায় জনগণকে সংগঠনে যোগদান করার দাওয়াত দেবার সাথে সাথে আমি নিজেও ১৯৭৪ এ জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণ করি।

ইসলামে সংগঠনের গুরুত্ব

আমি পবিত্র কোরআন এবং নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র জীবন ও কর্ম অধ্যয়ন করার পর গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষও যদি তাফসীর মাহফিলে সমবেত হয়ে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ প্রকাশ করে, তবুও কুরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। যেমন, শুধু বাংলাদেশেই অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা, প্রতি জুমুয়ার দিনে খতিব সাহেবদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, অগণিত ওয়াজ মাহফিল, তাবলীগ জামায়াত ও পীর সাহেবদের তৎপরতা- দৃশ্যমান থাকার পরও কেনো কুরআনের একটি বিধানও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, বিষয়টি কি আবেগমুক্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন নয়?

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন থেকে মুসলিম মিল্লাত যে শিক্ষা পায় তাহলো, ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একদল মানুষ সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। নবী করীম (সাঃ) ইসলামী বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মক্কার জীবনে ১৩ বছরে ক্ষুদ্র হলেও একটি জামায়াত বা দল তৈরী করেছিলেন। মক্কার জনগণ ইসলাম বিরোধী ছিলো বিধায় সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। মদীনার জনগণ ইসলামের পক্ষে ছিলো বিধায় হিজরতের পরে সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

বাংলাদেশের জনগণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র চায়, সুতরাং এখান থেকে হিজরতের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য চিন্তা-চেতনা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একদল নেতা ও কর্মী বাহিনী তৈরী না করা হলে জনগণের আশানুযায়ী কুরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

সচেতন মানুষ মাত্রই অবগত আছেন যে, দেশ যারা পরিচালনা করেন, তাদের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। আর দেশের অগণিত মানুষ দেশ পরিচালক গুটি কয়েক মানুষের ইচ্ছানুযায়ী চলতে বাধ্য হয়। বিষয়টি একটি যন্ত্রযানের অনুরূপ, যন্ত্রযান চালনা করেন এক বা দু'তিন জন- আর যাত্রীর সংখ্যা থাকে অনেক। চালক যেদিকে যান চালনা করেন, যাত্রী সাধারণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সেদিকে যেতে বাধ্য হন। অনুরূপভাবে দেশের সাধারণ জনগণও সরকারের স্বল্প সংখ্যক শক্তিধরদের ইচ্ছায় পরিচালিত হতে বাধ্য।

আমাদের দেশে ইসলাম বিদ্বেষী বামদের সংখ্যাও বেশী নয়- কিন্তু তারা সুসংগঠিত শক্তি। বর্তমানে তারা নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এরাই বর্তমানে ইসলামী সংগঠন, দল, প্রতিষ্ঠান, ইসলামী শিক্ষা ও রাজনীতি বন্ধের জন্য মরিয়া হয়ে দাবী তুলেছে এবং সরকারকেও উৎসাহিত করছে। এরাই নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের নামে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ নির্ধারিত উত্তরাধিকার আইন লংঘন করে নারী-পুরুষের তথাকথিত সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নামে সরকারকে কুপরামর্শ দিচ্ছে। নাস্তিকদের উস্কানীতে সরকার যদি আল্লাহর কোনো আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহর গযব হবে নিঃসন্দেহে তরান্বিত। বিগত চৌদ্দ শ' বছরের ইতিহাসে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র পবিত্র কুরআনের একটি আইনও পরিবর্তনের ধৃষ্টতা দেখায়নি। নাস্তিকদের পরামর্শে বর্তমান সরকার এমন জঘন্য অপরাধমূলক কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করতে চাই না।

ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষের কারণে এরাই সরকারকে উস্কানী দিয়ে কুরআনের তাফসীর মাহফিল বন্ধ করছে এবং জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের অফিসে কুরআন, হাদীস ও কুরআনের তাফসীর আছে, এ কথা জানার পরও সেখানে আগুন দেয়া হচ্ছে এবং জেনে বুঝে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যকে 'জঙ্গিবাদ' অর্থে জিহাদী বই আখ্যায়িত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। কুরআন ভিত্তিক সমাজ ও কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বলেই জামায়াত- শিবিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভিত্তিহীন কাহিনী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায় সংঘবদ্ধভাবে অহরহ প্রচার করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তাদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বে-আইনীভাবে চরম অসত্য বক্তব্য দিতে বাধ্য করছে। তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও লেখা-পড়া ও পরীক্ষা দিতে বাধা দেয়া হচ্ছে। ফলে অকালে ঝরে পড়ছে জাতির জন্য সম্ভাবনাময় অনেক অপ্রস্ফুটিত ফুল।

সুতরাং, শুধুমাত্র কুরআনের তাফসীর মাহফিলে সমবেত হয়ে অগণিত কণ্ঠে কুরআনের পক্ষে আবেগ প্রকাশ করে কোরআন বিরোধী সুসংগঠিত শক্তিকে প্রতিরোধ করা যাবে না- শান্তিপূর্ণ পন্থায় এদের প্রতিরোধ করতে হলে প্রয়োজন সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মতো ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক শক্তি। ঠিক এ কারণেই আমি তাফসির মাহফিলে নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) দৃষ্টান্ত দিয়ে সকলকে ইসলামী সংগঠনে শরীক হওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে আসছি।

তাফসীর মাহফিল বন্ধ করার ষড়যন্ত্র যেভাবে শুরু

প্রিয় দেশবাসী,

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী আমার নিজ জেলা পিরোজপুর থেকে আমার তাফসীর মাহফিল শুরু হয়। এবং মুক্তিযুদ্ধে আমার কোনো বিতর্কিত ভূমিকা না থাকার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে আমিই সর্বপ্রথম তাফসীর মাহফিল শুরু করি, এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। দেশের বিভিন্ন জেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণও এসব মাহফিলে সহযোগিতা করেছেন এবং অংশগ্রহণও করেছেন।

বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানিত পিতার শাসনামলের সম্পূর্ণ মেয়াদকালে আমি দেশের প্রায় সকল জেলাতেই তাফসীর করেছি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রেসিডেন্ট সাত্তার এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলেও তাফসীর করেছি। আমার মাহফিলে দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান বিচারপতি ও হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সেনাবাহিনী প্রধানসহ অন্যান্য সেনা কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তাসহ দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ এবং সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাফসীর শুনেছেন। এমনকি পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমাম চট্টগ্রামে আমার তাফসীর মাহফিলে দু'বার তাশরীফ এনেছেন। অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বের ইসলামিক স্কলারগণও আমার মাহফিলে আগমন করেছেন।

তখন পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু আমি যখনই কুরআনের দাবী অনুযায়ী জনগণকে কুরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুসংগঠিত হবার আহ্বান জানালাম, তখনই আমার বিরুদ্ধে কল্পিত কাহিনী প্রচার শুরু হলো এবং মাহফিল বন্ধের আওয়াজ তোলা হলো। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের শাসনামলের শেষ দিকে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার ঝড় বইয়ে দেয়া হলো এবং মাহফিলসমূহে ধারাবাহিকভাবে ১৪৪ ধারা ও মাহফিলের দিন সেই এলাকায় হরতাল আহ্বান করা শুরু হলো।

অভিযোগ তোলা হলো, আমি নাকি কুরআনের অপব্যাখ্যা করি। এ অভিযোগ তোলা হলো এমন এক মহল থেকে যারা কুরআনের কোনটি সঠিক ব্যাখ্যা আর কোনটি অপব্যাখ্যা এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না।

শুরুতে আমি পবিত্র কুরআনের যে তাফসীর করেছি, এখনও তাই করছি। মাঝে অনেক বছর অতিবাহিত হয়েছে, এ পর্যন্ত কোনো আলেমে দ্বীন আমি ভুল তাফসীর করছি বলে আপত্তি তোলেন নি। কিন্তু যখনই আমি জনগণকে সুসংগঠিত হয়ে কুরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সংগঠনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানানো শুরু করলাম, তখনই ঐ ইসলাম বিদ্বেষী বামদের পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে "কুরআনের ভুল বা অপব্যাখ্যার" অভিযোগ তোলা হলো। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যারা এই আপত্তি উত্থাপন করলেন, তারা কুরআন বোঝা তো দূরের কথা তাদের অনেকেই কুরআন পড়তেও জানেন না।

অভিযোগ তোলা হলো, আমার মেয়ে নাকি পশ্চিমা পোষাকে সজ্জিতা হয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বেপরোয়া চলাফেরা করে। প্রকৃত বিষয় হলো আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে চারটি পুত্র সন্তান দিয়েছেন, কন্যা সন্তান দেননি।

অভিযোগ তোলা হলো, আমি নাকি তাফসীর মাহফিলে রাজনীতি করি। যারা এ অভিযোগ তুলেছেন তারা কি বলতে পারবেন যে, বিশ্বের কোথাও কেউ রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনে পিতৃ পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়েছেন? পারলে বিশ্ব ইতিহাস থেকে এর একটি প্রমাণ উপস্থাপন করুন। অথচ কুরআনের কারীমের তাফসীর শুনে শুধু আমার হাতেই যে সব অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছেন তাদের সংখ্যাই অর্ধ সহস্রাধিক। জাতিকে সতর্ক করার জন্য কখনো কখনো সমসাময়িক বিষয়ে তাফসীর মাহফিলে যতটুকুন রাজনৈতিক বক্তব্য আসে তা কুরআন-হাদীসের আলোকেই। কারণ ইসলাম রাজনীতি বিবর্জিত কোনো বৈরাগ্য ধর্মের নাম নয়। বিস্তারিত জানার জন্য আমার বক্তব্যের অডিও, ভিডিও, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি রেকর্ডগুলো আবারো শুনুন এবং ইন্টারনেটে আমার ওয়েব সাইট ও ফেসবুক একাউন্ট ভিজিট করুন।

আমার বিরুদ্ধে অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণা ও আমার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ

উল্লেখিত অভিযোগসমূহ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায় অবিরাম প্রচার করেও যখন আমাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেলো না, তখন ইসলাম বিদ্বেষী বামরা হঠাৎ করে আমার বিরুদ্ধে **"স্বাধীনতা বিরোধী- রাজাকার"** ইত্যাদী কল্পিত কাহিনী প্রচার শুরু করলো। আমি মাহফিলসমূহে এবং পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে তাদের প্রত্যেকটি মিথ্যা অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেছি, লিগ্যাল নোটিশ দিয়েছি এবং মামলাও করেছি। কিন্তু **"চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"**। তারা তাদের কল্পনা প্রসূত জঘন্য মিথ্যা নাটকের সিরিজ ক্রমশ বৃদ্ধিই করতে থাকলো। মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করে নিজ ধর্ম ও নিজ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে এরকম মিথ্যাচার এবং জঘন্য পন্থায় চরিত্র হননমূলক নিকৃষ্ট কাজ পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশের অমুসলিম লোকেরাও করে বলে আমার জানা নেই।

এই ইসলাম বিদ্বেষী বাম ও তাদের তল্পিবাহক প্রচার মাধ্যমগুলোর ঘৃণ্য কৌশল হলো, ইসলামী দল, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এরা মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন কল্পিত কাহিনী অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রচার করবে, যেনো সহজেই দর্শক ও পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা যেনো বিভ্রান্ত হয়।

প্রসঙ্গত : দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে '৭১ সম্পর্কিত আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ১৯৯৭ সালের ৭ই অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত আমার প্রতিবাদ, **"সাঈদীর ওপনে চ্যালেঞ্জ"** শিরোণামে ছাপা হয়েছিলো। আমি উক্ত প্রতিবাদ লিপিতে উল্লেখ করেছিলাম, **"আমি আমার দেশের সকল সাংবাদিক, সকল গোয়েন্দা বিভাগ, সকল বুদ্ধিজীবীদের আমার জেলা পিরোজপুরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার উপস্থিতিতে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার কোনো ভূমিকা ছিলো, তাহলে আমি স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করবো।"**

আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সৎ সাহস ইসলাম বিদ্বেষী বামদের হলো না কিন্তু তাদের মুখপত্র **"জনকণ্ঠ'** পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার অব্যাহত রাখলো। আমার প্রেরিত উকিল নোটিশও অগ্রাহ্য করা হলো, বাধ্য হয়ে আমি ২০০১ সালের মার্চ মাসে উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করি। মামলাটি এখনও বিচারাধীন। এরপর তিনজন অপরিচিত আইনজীবী আমার বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের ১৩ই নভেম্বর যুদ্ধাপরাধের মামলা দায়ের করেছিলো। অতি উৎসাহী প্রচার মাধ্যমগুলো উক্ত সংবাদ ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রচার করে আমার ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা কম করেনি।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না বুঝে উক্ত অপরিচিত তিন আইনজীবী ২০০৯ সালের ১৩ই মে মামলা প্রত্যাহার করে। কিন্তু এ সংবাদ সঠিকভাবে মিডিয়ায় প্রচার করা হলো না। আমি বাধ্য হয়ে উক্ত তিন আইনজীবীর বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করি। এ সংবাদ দেশের সবগুলো ইংরেজী-বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলসমূহ ২০০৯ সালের ২২মে প্রচার করেছিলো। জাতীয় সংসদের সদস্য থাকাকালে ১৯৯৭ সালের ২৪শে জুন পার্লামেন্টে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেদিনও প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই পার্লামেন্ট উপস্থিত ছিলেন। তাঁরই উপস্থিতিতে আমার বাজেট বক্তৃতার সময় তাঁর দলের একজন সংসদ সদস্য আমাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে **"রাজাকার"** বিশেষণে বিশেষিত করতে চাইলে আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলাম, **"বাংলাদেশে এমন কোনো বাবার সন্তান নেই যে আমাকে রাজাকার বলতে পারে। আমাকে রাজাকার বলে যদি তা কেউ প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তার বিরুদ্ধে দশ কোটি টাকার মানহানী মামলা দায়ের করবো। যারা ভারতীয় রাজাকার তারাই আমাকে রাজাকার বলতে পারে।"** জাতিয় সংসদের বিতর্ক পুস্তকের ১৫০-১৫৫ পৃষ্ঠায়

আমার সেদিনের বক্তৃতা রেকর্ড হয়ে আছে। আজও কেউ আমার সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। আমার সেদিনের বক্তৃতা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র জাতি শুনেছিলো এবং পরদিন তা পত্রিকাসমূহেও প্রকাশিত হয়েছিলো। জাতীয় সংসদ অর্কাইভে সে বক্তব্য এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণায় অতিষ্ঠ হয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা ও দেশ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ পত্রিকায় লেখনী ও বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। আমার এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোকাররম হোসেন কবীর (সার্টিফিকেট নং ম- ১৬৩৯) **"আল্লামা সাঈদী প্রসঙ্গ, প্রেক্ষিত: মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১"** এবং **"আল্লামা সাঈদী প্রসঙ্গ, প্রেক্ষিত: মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১, যুদ্ধাপরাধ নয়- জনপ্রিয়তাই যাঁর অপরাধ"** শিরোণামে প্রামাণ্য দুইটি পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রতিবাদ করেছেন। একটি পুস্তিকা ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পুস্তিকাটির শিরোণাম, **"A Goebelsian Falsehood and Allama Delawar Hossain Sayedee, Perspective: Liberation War- 1971"**

উপরোক্ত পুস্তিকাগুলো দেশের সকল কুটনৈতিক মিশন, সকল মাননীয় মন্ত্রী, এমপি, সচিবালয়, বাংলাদেশে অবস্থানুরত বিদেশী সংবাদ সংস্থা, দেশীয় সকল প্রচার মাধ্যম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ উল্লেখ যোগ্য বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে।

২০০৭ সালে ফখরুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে "জেলা পরিষদ পিরোজপুর" কর্তৃক **"পিরোজপুর জেলার ইতিহাস"** নামক ৫০০ শত পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিতে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জাতীয় পত্রিকাসমূহের সাংবাদিকবৃন্দ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার এর নাম উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থটিতে যারা বাণী প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টারও বাণী রয়েছে। উক্ত পুস্তকে পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে যারা ছিলেন তাদের তালিকা রয়েছে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের তালিকায় আমার নাম নেই বরং গ্রন্থটির ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জেলার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তালিকায় ৪২৫ পৃষ্ঠায় আমার ছবিসহ আমার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমার ও আমার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাসহ অনেকের নানামুখী প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষী বাম গোষ্ঠী, টিভি চ্যানেল ও তাদের পত্রিকাসমূহ কোরাস কণ্ঠে জঘন্য মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

অথচ এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে একটানা দেড় যুগের মধ্যে দেশের কোনো পত্র-পত্রিকা আমাকে **"রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী বা যুদ্ধাপরাধী"** বলে উল্লেখ করেনি। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমাকে যখনই সংগঠনের কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য

নির্বাচিত করলো, তখন থেকেই ইসলামী আদর্শ বিদ্বেষী কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে মিডিয়াগুলো আমাকে **"স্বাধীনতা বিরোধী"** হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ঢাকায় বসে আমার জেলা পিরোজপুরকে কেন্দ্র করে মিথ্যা কল্প-কাহিনী ও নাটক রচনা শুরু করলো, যা বাস্তবতার সাথে বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণ মিল নেই। মুসলমান নামধারী এসব মানুষগুলোর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর শক্তিমত্তা সম্পর্কে সামান্যতম বিশ্বাস থাকলেও এতবড় জঘন্য মিথ্যাচার করতে তারা সাহস করতো না।

বর্তমানে যুদ্ধাপরাধের ঘৃণ্য অভিযোগ

অবিরাম সংঘবদ্ধ মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রেখে যুদ্ধাপরাধীর ঘৃণ্য কলঙ্ক লেপন করে আমাকে দেশের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধে যদি আমার বিতর্কিত ভূমিকা থাকতো, তাহলে আমার মাহফিলসমূহে দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতিগণ, মন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান, অন্যান্য সেনা কর্মকর্তাগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধগণ, দেশের রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিডিআর, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ, সচিব ও সরকারী অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, স্বনামধন্য ব্যরিষ্টার ও অন্যান্য আইনজীবীগণ এবং দেশ বরণ্য ব্যক্তিবর্গ কি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আমার মাহফিলে অংশগ্রহণ করে পিন্ পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে পবিত্র কোরআনের তাফসীর শুনতেন?

আমি আমার নিজ এলাকা পিরোজপুর সদর-১ আসন থেকে ৩ বার জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দু'বার বিজয়ী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। নির্বাচনে আমার এলাকার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ নিঃস্বার্থভাবে শ্রম দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাগণ আমাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আমার নির্বাচন পরিচালনাসহ সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করে দিন রাত আমার সাথে থেকে পরিশ্রম করেছেন। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমার ভূমিকা যদি সামান্যতম বিতর্কিত হতো, তাহলে আমার এলাকার অমুসলিমসহ সকল স্তরের মানুষ আমাকে কি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতেন? জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাগণ কি আমার নির্বাচন পরিচালনা করতেন? আমাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তাঁরা কি দিন রাত পরিশ্রম করতেন? আমাকে নির্বাচিত করার জন্য কি মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন ব্যয় করতেন?

যুদ্ধাপরাধের কল্পিত অভিযোগ এনে আমাকে সমগ্র জাতির কাছে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু সংসদ সদস্য হিসেবে প্রায় ৫ শত কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছি নিজ এলাকায়, সে টাকা থেকে পাঁচটি পয়সাও নিজের জন্য খরচ করিনি। নিজ নির্বাচনী এলাকায় রাত কাটানোর জন্য সামান্য অর্থ খরচ করে নিজের জন্য একটি কুড়ে ঘরও নির্মাণ করিনি। এমপি হিসেবে আমি আমা-

নিজ আত্মীয়- স্বজন কাউকে কেনো কাজ দিয়ে স্বজন প্রীতির পরিচয় দেইনি। বরং সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি দেশ-বিদেশে অবস্থানরত আমার অগণিত ভক্তদের অনুদানে নিজ এলাকায় বহু সংখ্যক পাকা মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ নানা ধরনের সেবা ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করে অনুন্নত, অবহেলিত পশ্চাৎপদ পিরোজপুরকে আধুনিক রূপ দান করেছি।

সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, এমপি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির সত্য-মিথ্যা অভিযোগ তুলে গ্রেফতার ও হয়রানী করা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধেও বেশ কয়েকটি তদন্ত হয়েছে, কিন্তু তারা একটি টাকা তসরুপের কোনো অভিযোগও খুঁজে পায়নি। এসব বিষয় তো ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায় প্রচার করা হয় না? অথচ যে বিষয়টির সাথে আমার দূরতম সম্পর্কও ছিলো না, সে বিষয় সম্পর্কিত কল্পিত অভিযোগ প্রচার করে ধর্ম বিদ্বেষী বাম ও তাদের তল্পী বাহকরা আমাকে জাতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার হীন চেষ্টা অব্যবহত রেখেছে।

এসব লোকের মূল লক্ষ্য আমি বা ইসলামী দল বা অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব নয়। তাদের মূল টার্গেট হলো ইসলাম। পরজীবী এসব লোকগুলো বিদেশী প্রভুদের নির্দেশ অনুসারে সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা না বলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা কাজ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ প্রচার করে জনগণ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করছে। আর এ লক্ষ্যেই তারা ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া ব্যবহার করছে।

গত ১৩ই মার্চ ২০১০ তারিখে এটিএন বাংলা টিভি চ্যানেল দুপুর ২টা, সন্ধ্যা ৭টা ও রাত ১০ টায় সংবাদ পরিবেশনকালে সংবাদে বিরতি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে কল্পিত কাহিনী প্রচার করে আমাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়। আমি তৎক্ষণাত টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলাকে প্রতিবাদসহ লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করি এবং জাতীয় পত্রিকাসমূহে বিবৃতি দিয়ে এর নিন্দা ও প্রতিবাদ করি। পরের দিন আমার প্রেরিত বিবৃতি ও লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণের বিষয়টি পত্রিকায় যেভাবে ছাপা হয়েছিলো তা হু-বহু উল্লেখ করছি।

"এটিএন বাংলায় প্রচারিত বানোয়াট প্রতিবেদনে মাওলানা সাঈদীর প্রতিবাদ

এটিএন বাংলায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার খবরের মধ্যে পরিবেশিত রাহুল রাহার ভিত্তিহীন মিথ্যা বিশেষ রিপোর্টে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি গতকাল বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে যেসব কথা প্রচার করা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। আমি এ ভিত্তিহীন মিথ্যা রিপোর্টের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এটিএন বাংলার রিপোর্টে জনৈক মানিক পশারী ও মাহবুব আলম হাওলাদারের কণ্ঠে আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ প্রচার করা হয়েছে তার মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও নেই। মানিক পশারীর বাড়িতে আগুন দেয়া তো দূরের কথা আমি তাকে চিনিও না। তার বাড়িও চিনি না। শান্তি কমিটি গঠন ও লুটপাটে আমার নেতৃত্ব দেয়ার প্রশ্নও আসে না। তিনি আরো বলেন, জনকণ্ঠ ও সমকালসহ দু/একটি পত্রিকা অব্যাহতভাবে আমার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে আমি সব সময়ই তার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এমনকি মানহানি মামলাও করেছি। ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তব্যে আমি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সামনে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলাম, 'আমাকে কেউ স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার প্রমাণ করতে পারলে আমি সংসদ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করবো'। কিন্তু সেদিন কেউ আমার এ চ্যালে গ্রহণ করতে পারেননি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগই মিথ্যা। আমি ৫ বছর এটিএন বাংলায় ইসলামী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছি। তা সত্ত্বেও তারা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ১৯৭১ সালে আমি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা পালন করিনি। আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়েই এটিএন বাংলাসহ অন্যরা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে এ ধরনের ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারণা চালানো থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি এটিএন বাংলা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।" (দৈনিক নয়াদিগন্ত ও দৈনিক সংগ্রাম, ১৪/০৩/২০১০)

"এটিএন বাংলাকে মাওলানা সাঈদীর লিগ্যাল নোটিশ

প্রচারিত সংবাদে সংক্ষুব্ধ হয়ে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার কর্তৃপক্ষ ও একজন প্রতিবেদককে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। গত শনিবার সন্ধ্যায় এটিএন বাংলা পরিবেশিত এক খবরে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পিরোজপুরে অনেক জমি দখল করে নিয়েছিলেন। এ খবের সংক্ষুব্ধ হয়ে মাওলানা সাঈদী ওই রাতেই এটিএন বাংলায় একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠান। এটিএন বাংলা ওই প্রতিবাদ লিপি গ্রহণ করলেও তা প্রচার করেনি। এ কারণে গতকাল সোমবার মাওলানা সাঈদী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিনের মাধ্যমে এটিএন বাংলাকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন।

লিগ্যাল নোটিশে বলা হয়, মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে প্রচারিত ওই রিপোর্ট মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মাওলানা সাঈদীকে রাজনৈতিকভাবে

ঘায়েল করার উদ্দেশ্যেই এ রিপোর্ট প্রচার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদেরকে এ রিপোর্ট প্রচারের জন্য নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। মাওলানা সাঈদীর পাঠানো প্রতিবাদ লিপি প্রচার করতে হবে। একই সাথে প্রচারিত ওই ভিত্তিহীন সংবাদটি প্রত্যাহারেরও আহ্বান জানানো হয় ওই লিগ্যাল নোটিশে।

এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহফুজুর রহমান এবং চিফ নিউজ এডিটর ও প্রতিবেদক রাহুল রাহার নামে এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়।

মাওলানা সাঈদীর আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ আল আমিন নয়া দিগন্তকে এ কথা জানান।" (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৬/০৩/২০১০)

এটিএন বাংলা টিভি চ্যানেলে আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ পিরোজপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ও তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে তাঁরা পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁদের বিবৃতি পত্রিকায় যেভাবে ছাপা হয়েছিলো তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

"মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে এটিএন বাংলার সাজানো নাটক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান

পিরোজপুর সংবাদদাতাঃ বিশ্বনন্দিত মুফাস্সীরে কুরআন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, পিরোজপুর-১ আসন থেকে দু'বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে গত ১৩ মার্চ '১০ শনিবার এটিএন বাংলা (টেলিভিশন) যে সাজানো নাটক বেলা ২টা, সন্ধ্যা ৭টা ও রাত ১০ টায় সংবাদের মধ্যে প্রচার করেছে পিরোজপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ মানুষ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার মাসে এটিএন বাংলা টিভির এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যাচারে পিরোজপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ময়ে হতবাক। তারা এটিএন বাংলার সাজানো নাটক প্রচারের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, '৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা সাঈদীর কোনো বিতর্কিত ভূমিকা ছিলো না। তিনি রাজাকার, আলবদর, আল শাম্স, শান্তি কমিটির সদস্য বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। বীর মুক্তিযোদ্ধারা আরো বলেন, গত আগষ্ট '০৯ পিরোজপুরে মহল বিশেষের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চক্রান্তে যে দু'জনকে অর্থের বিনিময়ে সাজিয়ে মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করানো হয় সেই পাড়েরহাটের মানিক পশারী ও উমেদপুরের মাহাবুব আলম হাওলাদারকে দিয়ে এটিএন বাংলা গত ১৩.০৩.১০ ইং তারিখ বেলা ২টা, সন্ধ্যা ৭টা ও রাত ১০টায় সংবাদে রাহুল রাহা কর্তৃক যে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে দর্শকদেব বিভ্রান্ত করেছে তার নিন্দার ভাষা আমাদের নেই। আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় এটিএন বাংলা কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই, মহান মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা সাঈদীর সামান্যতমও বিতর্কিত ভূমিকা ছিলো না। মহান মুক্তিযুদ্ধের পিরোজপুর জেলার সাবেক কমাণ্ডার গৌতম রায়

চৌধুরী বলেছেন, ১৯৭১ সালে মাওলানা সাঈদী রাজাকার ছিলেন না। রাজনৈতিক কারণে তাকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোনো কুকর্ম করে থাকলে জানতাম।

পিরোজপুরের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা **গাজী নুরুজ্জামান বাবুল** বলেছেন, '৭১ সালে আমি সুন্দরবনে মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। আমরাই পিরোজপুর শত্রুমুক্ত করেছি। '৭১ সালে পাড়েরহাট-জিয়ানগরের সব রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধীদের ধরে নিয়ে সুন্দরবনে হত্যা করা হয়েছে। মাওলানা সাঈদী যদি রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী হতেন তাহলে জীবিত থাকার কথা নয়। যুদ্ধাপরাধিদের বিচার হোক একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমারও দাবী। কিন্তু কোনো নিরীহ, নিরপরাধ আলেমকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিয়ে এটিএন বাংলা যে সংবাদ পরিবেশন করেছে তার নিন্দা করার ভাষা নেই।

পিরোজপুর মুক্তিযুদ্ধের সাবেক ডেপুটি কমাণ্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক কমিশনার **আ. রাজ্জাক মুনান** বলেন, মাওলানা সাঈদী '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোনো কাজ করেননি। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এটিএন বাংলার নির্লজ্জ মিথ্যাচার জাতি মেনে নিবে না।

পিরোজপুর পৌরসভার কমিশনার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা **আ. সালাম বাতেন** বলেন, এটিএন বাংলা মিথ্যাচার করলেও দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি আরো বলেন, আমি মেজর জিয়ার নেতৃত্বে নভেম্বরে ('৭১ সালের) পিরোজপুরে প্রবেশ করে পিরোজপুরকে শত্রুমুক্ত করি। মাওলানা সাঈদীকে রাজনৈতিক কারণেই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্র সফল হবে না।

পিরোজপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা **এমডি লিয়াকত আলী শেখ বাদশাহ** মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে এটিএন বাংলার প্রচারিত মিথ্যা সংবাদের নিন্দা করে বলেন, মাওলানা সাঈদী রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না।

পিরোজপুরের '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন ইয়ং কমাণ্ডার **সানু খন্দকার** (নদমূলা) জানান, '৭১ সালে মাওলানা সাঈদী রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। পাড়েরহাটের ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা **আ. সালাম তালুকদার** বলেন, এখন তো দিন খারাপ যাচ্ছে। সত্য কথা বলা মুশকিল। তবে '৭১ সালে মাওলানা সাঈদীকে কোনো কুকর্ম করতে দেখি নাই।

মাওলানা সাঈদী '৭১ সালে পাড়ের হাট বন্দরে ব্যবসা করতেন। যে ঘর ভাড়া করে তার ভায়রা **মোজাহার আলী মল্লিকের** সাথে ব্যবসা করতেন সেই ঘরের মালিক শংকর পাশা ইউপি মেম্বর **মোস্তফা তালুকদার** জানান, আমার ঘরেই মাওলানা সাঈদী ব্যবসা করতেন। এখানো কোনো লুটের মালামাল জমা হতো না এবং বিক্রির প্রশ্নই উঠে না। এটিএন বাংলা প্রচারিত কল্পকাহিনী শুনে পাড়েরহাটবাসী বিস্মিত।

নাজিরপুরের যুদ্ধকালীন ডেপুটী কমাণ্ডার এ্যাডভোকেট **আ. রহমান** বলেন, মিডিয়া যতোই অপপ্রচার করুক পিরোজপুরবাসী জানে যে, '৭১ সালে সাঈদী রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না।

বীর মুক্তিযোদ্ধা (ম-১৬৩৯) পাড়েরহাট বন্দরের **মোকাররম হোসাইন কবীর** তার লিখিত, "প্রেক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১" বইতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবম সেক্টরের সাব সেক্টর কমাণ্ডার মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ভারতের বীরভূমে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে বাগেরহাটের রায়েন্দা ও পিরোজপুর হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং শত্রুমুক্ত করেন। তিনি বলেন, মাওলানা সাঈদী '৭১ সালে যুদ্ধের নয় মাসই পাড়েরহাট বন্দরে থাকতেন। পাড়েরহাটে একটি ভাঙ্গা টিনসেড মসজিদে আমার পিতার সাথেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করতেন। তিনি রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না।

বীর মুক্তিযোদ্ধা **হাবিবুর রহমান বাহাদুর** বলেছেন, মাওলানা সাঈদীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষার কারণে বাম ঘরানার নেতারা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে এটিএন বাংলার সাংবাদিক রাহুল রাহাকে এনে যে নাটক প্রচার করেছে তা গোয়েবলসকেও হার মানিয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা **আবু হানিফ বালী** বলেছেন, ১৯৯৭ সালে বাজেট বক্তৃতায় মাওলানা সাঈদী বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সামনে জাতীয় সংসদে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে এমন কোনো বাবার সন্তান নেই যে আমাকে রাজাকার বলবে। আমাকে যারা রাজাকার বলবে তারা ভারতীয় রাজাকার। আমি রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী ছিলাম প্রমাণ করতে পারলে স্বেচ্ছায় জাতীয় সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করবো। কিন্তু কেউ তার চ্যালেঞ্জ আজো গ্রহণ করেনি। মুক্তিযোদ্ধা হানিফ বালী এটিএন বাংলার অপপ্রচারের বিচার দাবী করেন। উল্লেখ্য, গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর, নাজিরপুর ও জিয়ানগরের স্বনামধন্য নামকরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা সাঈদীর সাথে থেকে তাকে বিজয়ী করার জন্য নির্বাচনী জনসভাগুলোতে বক্তৃতা দিয়েছেন। পিরোজপুরবাসী এর সাক্ষী। মাওলানা সাঈদী যুদ্ধাপরাধী বা রাজাকার হলে এসব মুক্তিযোদ্ধারা কোনোক্রমেই মাওলানা সাঈদীর পক্ষাবলম্বন করতেন না।

মূলত মাওলানা সাঈদীকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বাম ঘরানার পক্ষ থেকে ইটিভি-এটিএন বাংলাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম এনে যে মিথ্যাচার প্রচার করছে পিরোজপুরবাসী তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।" (দৈনিক নয়াদিগন্ত ও দৈনিক সংগ্রাম, ১৭/০৩/২০১০)

তবে বাস্তব চিত্র ভিন্নরূপ, ইসলাম বিরোধিদের সকল অপচেষ্টা মাঠে মারা যাচ্ছে। কারণ অবুঝ কিশোর-কিশোরী ব্যতীত দেশের সাধারণ জনগণ এই মিথ্যা কল্পনা প্রসূত কাহিনীর কোনো গুরুত্ব দেয় না। এ দেশের সচেতন নাগরিকবৃন্দ ইসলামী

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের চরিত্র অতি নিকট থেকে দেখেছে এবং দেখছে। সুতরাং সকল ষড়যন্ত্র দু'পায়ে মাড়িয়ে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী আর মিথ্যা হবে অপসৃত ইনশা আল্লাহ।

কুরআন প্রচারে তাদের আপত্তি কেন?

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, পুজিবাদ এবং অন্যান্য সকল ধর্ম প্রচারে তাদের কোনো আপত্তি নেই, বরং এসবের পক্ষে রাজনৈতিক দলও রয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলার অনুন্নত এলাকায় মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে অর্থের বিনিময়ে খৃষ্ট ধর্মে দিক্ষিত করার সংবাদ দেশের মানুষ প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পাঠ করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ মানুষকে উক্ত ধর্মে দিক্ষিত করে বর্তমানে তা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের অনুরূপ পৃথক খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার সকল আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। এসব ইস্যুতে তাদের কোনো মাথা যন্ত্রণা নেই, শুধু ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার যে কোনো কার্যক্রম তাদের কাছে মরণতুল্য যন্ত্রণা।

প্রিয় দেশবাসী,

বর্তমানে দেশে যে অগণিত সমস্যা রয়েছে, এথেকে বাঁচার লক্ষ্যে অর্থাৎ দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি লাভের জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। আর এ জন্যেই প্রয়োজন মজবুত ইসলামী সংগঠন।

আমি নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির যে পদ্ধতিতে ইসলামী চরিত্রের আল্লাহভীরু যোগ্য লোক তৈরী করছে এবং ইস্পাত কঠিন সংগঠনের মাধ্যমে জনগণকে সুসংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে কেবলমাত্র এ পথেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

দেশবাসী দেখছেন, ইসলামী ছাত্র শিবির কিভাবে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ- যুবকদের মধ্যে ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে, জামায়াতে ইসলামী কিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদের সমন্বয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেতৃত্বের যোগ্য ও সৎ লোক তৈরী করছে। পবিত্র কুরআনের মাহফিলে অগণিত মানুষের সমাবেশ ও ইসলামী সংগঠন কর্তৃক ইসলামী চরিত্রের লোক সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্ম বিদ্বেষী বাম ও ধর্মহীনরা নিজেদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে ওঠার আতঙ্কে অস্থির হয়ে দেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ, ইসলামী দল নিষিদ্ধ ও কুরআনের মাহফিল বন্ধ করার জন্য সরকারের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আর্তচিৎকার করছে।

ইসলাম বিদ্বেষী বাম ও ধর্মহীনদের কাছে আমার মূল অপরাধ আমি কেনো ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা বলি, কেনো আমি কুরআন ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে দেশের

জনগণকে সংগঠিত হবার আহ্বান জানাই। কেনো আমি দেশবাসীকে ইসলামী সংগঠনের পতাকা তলে ঐকবদ্ধ হতে বলি। আমার এ তৎপরতা যদি তাদের কাছে অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে এ অপরাধ (?) আমার নাক থেকে নিঃশ্বাস প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে আমি করতেই থাকবো ইনশআল্লাহ। তাতে আমার বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হোক না কেনো, কারণ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা খুব ভালো করেই জানেন এসব মামলার বাদী মিথ্যা, সাক্ষী মিথ্যা, তথ্য ও উপাত্ত মিথ্যা। আর মামলার বুদ্ধি যোগান দাতারা দাম্ভিক, মুনাফিক, নীচুমনা ও চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন। আমার প্রতি এদের এই গভীর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমি ঐ বিশাল আকাশ ও বিস্তীর্ণ যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইসলামী রাজনীতি কি দেশের প্রধান সমস্যা?

দেশ ও জাতি অগণিত সমস্যায় জর্জরিত। জাতীয় নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি ও দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিতে দেশের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। দেশের সীমান্ত এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ছোড়া গুলিতে জনগণ প্রাণ হারাচ্ছে। মাদকের প্লাবনে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রতিদিন জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সীট দখল, রুম দখল, ক্যাম্পাস দখল, প্রতিপক্ষকে হত্যা, নির্যাতন, বিতাড়ন ইত্যাদি ভয়াবহ সমস্যার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন চরম সঙ্কটের মুখে। দেশব্যাপী চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, পণবন্দী, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নারীর কোনো নিরাপত্তা নেই, নিজ ঘরেও তারা নিরাপদ নয়- সর্বত্র প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও তারা নির্যাতিতা হচ্ছেন। চরিত্রহীন মাদকাসক্ত বখাটেদের উৎপাতে কিশোরী যুবতীরা আত্মহত্যা করছে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে দেশ পিছিয়ে পড়ছে। দেশে বিনিয়োগ নেই, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। দেশে অবস্থানরত বেকারদেরই কর্মসংস্থান করার ক্ষেত্র নেই, তদুপরি বিদেশ থেকে প্রতিদিনই শ্রমিক ফেরৎ আসছে। দুর্নীতি সমস্যায় দেশের প্রায় সব সেক্টরই মুখ থুবড়ে পড়ছে।

দেশ ও জাতির এসকল সমস্যা ধর্ম বিদ্বেষী ও ধর্মহীনদের কাছে কেনো সমস্যাই নয়, তাদের কাছে আসল সমস্যা হলো ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইসলামী দল ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

আমি বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করতে চাই, উল্লেখিত সমস্যাসমূহের একটি সমস্যা সৃষ্টির সাথেও কি কুরআনের মাহফিল, ইসলামী দল এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানের দূরতম সম্পর্ক আছে? ধর্ম বিদ্বেষী বামদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কুপরামর্শে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেই উল্লেখিত সমস্যাসমূহের একটি সমস্যার কণামাত্রও কি সমাধান হবে?

দেশের প্রত্যেকটি থানায় অনুসন্ধান করে দেখুন, ইসলামী রাজনীতির সাথে জড়িত লোকদের মধ্যে কতজন অপরাধী আর অন্যান্য দলের সাথে জড়িত লোকদের মধ্যে অপরাধী কত জন।

দেশ স্বাধীন হবার পরে ৩৮ বছর গত হতে চললো। এই ৩৮ বছরে ধর্মীয় রাজনীতির কারণে কতজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে আর ধর্মহীন দলগুলোর কারণে কতজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে? ধর্মহীন দলগুলো নিজেদের মধ্যে অর্থের ভাগাভাগি আর পদ নিয়ে টানাটানি করে কে কতজনের প্রাণ হরণ করেছে? এসব হিসাব টেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, ইসলামী রাজনীতি বন্ধ, ইসলামী দল নিষিদ্ধ ও কুরআনের মাহফিল বন্ধ করা উচিত না ধর্মহীন রাজনীতি বন্ধ করা উচিত?

যারা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের চিন্তা-ভাবনা করেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা ইসলামকে না জানার কারণেই এ চিন্তা করেন। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা ইসলামকে জানুন, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করুন এবং নবী করীম (সাঃ) ও সাহায়ে কেরামের (রাঃ) জীবন ও কর্ম অধ্যয়ন করুন, যে সোনার বাংলার স্বপ্ন আমরা সকলে দেখি, তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আপনারা ইসলামের মধ্যে অবশ্যই পাবেন এবং উক্ত চিত্র অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করলে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই বিশ্বের দরবারে সোনার বাংলা হিসেবেই গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। আপনারাও নিজেদেরকে সম্মান- মর্যাদার আসনে আসীন দেখতে পাবেন।

এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, সুশাসনের জন্য এবং নিরাপদে দেশ চালাবার জন্যে সুনাগরিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সুনাগরিক কোনো ফ্যাক্টরীতে তৈরী হয় না বা আকাশ থেকেও অবতীর্ণ হয় না। মাদ্রাসা, মসজিদ, ইসলামী সংগঠন ও তাফসীরুল কুরআন মাহফিল সুনাগরিক উপহার দিয়ে থাকে। সুতরাং এগুলোর প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অথবা নিষিদ্ধ ঘোষণার চিন্তা-ভাবনা করা চরম আত্মঘাতী। ক্ষমতা কারো জন্য চিরস্থায়ী হয় না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, আকাশ ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি, সাম্রাজ্য ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করুন এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী নিজেরা চলুন ও দেশবাসীকেও সে পথে চলতে অনুপ্রাণিত করুন।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, আবেগমুক্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, ইসলামী আন্দোলনের সাথে শরিক হয়ে কুরআন ভিত্তিক চরিত্র গঠন করে কুরআনের সাথে পথ চলবেন, না ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করে কুরআনের প্রভাবমুক্ত অন্ধকার পরিবেশে ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবেন। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় এখনই এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় ক্ষেপণ করলে যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে, তা কখনো পূরণ হবে বলে

মনে হয় না। পরিশেষে এ প্রসঙ্গে দেশবাসী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দেশ-বিদেশে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অগণিত বান্দাহর কাছে আমার যেটুকু পরিচিতি হয়েছে এর আসল কৃতিত্ব মহাপবিত্র বিজ্ঞানময় কুরআনের। মানুষের মনগড়া আইন-কানুনের কুশাসন, দুঃশাসন থেকে মুক্তির যে বিপ্লবী দাওয়াত কুরআন নিয়ে এসেছে তাই পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। আমার জীবনের দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমার পরম প্রিয় জন্মভূমিতে আমি কুরআনের বিধানকে বিজয়ী দেখতে চাই।

বর্তমানে মহান আল্লাহর বিধান সমাজে বিজয়ী অবস্থায় নেই। মানুষের বানানো বিধানের অধীনে থেকে শুধু তিলাওয়াত করার জন্য এ কুরআন অবতীর্ণ হয়নি। কুরআনের বিধানকে বিজয়ী করার জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন বলে বার বার কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমার তাফসীরের এ বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি ইনশাআল্লাহ এ দায়িত্ব পালন করে যাবো। আমি কারাগারের অন্ধকার কুঠরী, ফাসির রশি ও গুলি বা বোমার পরওয়া করি না। আল্লাহ তা'য়ালার মহান নবী-রাসূলদের ওপর নির্মম নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের মতো নগণ্যদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করা হলে, এতে দুঃখও পাবো না বিস্মিতও হবো না। আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই, যেনো আমি যে কোনো পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে ঈমানের ওপর অটল থেকে পবিত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে যেতে পারি এবং জালিমদের জুলুম ও ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে রক্ষা করেন।

যারা আমার তাফসীরের বিরোধিতা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আলীশানে তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করছি এবং কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করার জন্য বিনীতভাবে তাদেরকে অনুরোধ করছি।

আমি আমার ইসলামী মূল্যবোধের পথহারা ভাইদেরকে ইসলাম ও কুরআন বিদ্বেষের এ আত্মঘাতী পন্থা পরিহার করার জন্যও আবেদন করছি। দেশের জনগণ পবিত্র কুরআনের তাফসীরের যে স্বাদ পেয়েছে তা থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবেন কিভাবে? ইসলামী আন্দোলন ও তাফসীর মাহফিলের বিরোধিতা করলে আপনারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন এবং তাদের কাছে নিন্দনীয় হয়েই থাকবেন। আর পরকালের কঠিন শাস্তি তো রয়েছেই। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

মা'য়াস সালাম

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

প্রথম প্রকাশ ঃ ২১/০৩/২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২৬/০৩/২০১০

রাসূল (সাঃ)-এর সতর্কবাণী

হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা অবশ্যই মানুষদের ভালো কাজে আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ বা নিষেধ করবেই, অন্যথায় তোমাদের উপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। তারা তোমাদের সম্মানিত লোকদের মর্যাদা দিবে না অসহায় লোকদের প্রতি অনুকম্পা করবে না।
এমতাবস্থায় তোমাদের নেককার লোকেরা যে দুয়া করবে তা মঞ্জুর হবে না, তোমরা যে সাহায্য প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে না, ক্ষমা চাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাও করবেন না। - তিরমিযি

★ অতএব দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ভালো কাজের সহযোগিতায় ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধে দূর্ভেদ্য শীষাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া ঈমানের দাবী।

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রোপ্রাইটর

টেক্সাস পাবলিকেশন্স
বাবুল টাওয়ার, ৩৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
০১১৯৭-১৭০৮১৬, ০১৭১৭-৬৯৫৭০৬

টেক্সাস পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০
কম্পিউটার কম্পোজ : নাবিল কম্পিউটার
মুদ্রণে : বর্ণ বিলাস প্রিন্টার্স
কভার ডিজাইন : কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স

শুভেচ্ছা বিনিময় : পনের টাকা

নিজে পড়ুন অপরকে পড়তে বলুন